হ্যালো নিউইয়র্ক

প্রকাশক ও সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহিদ আলম

উপদেষ্টা
মিজানুর রহমান খান আপেল

নির্বাহী সম্পাদক
কোরবান শিকদার

সহ-সম্পাদক
সোহেল চৌধুরী

বার্তা সম্পাদক
রাকিবুল হাসান

ঢাকা ব্যুরো চীফ
মো: আল ফরহাদ

Publisher and Editor
Mohammad Zahid Alam

Advisor
Mizanur Rahman Khan Apple

Executive Editor
Kurban Sikder

Associate Editor
Shohel Chowdhury

News Editor
Rakibul Hassan

Dhaka Bureau Chief
MD. Al-Farhad

ঠিকানা: ৮৯২৪ মলিন স্ট্রিট বেলরোস ১১৪২৮, নিউ ইয়র্ক, সাদাকালো মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিকেশন এলএলসি কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা অফিস: ৫০/এফ ইনার সার্কুলার নায়লা রোড ঢাকা-১০০০, সেল-৯২৯৩২৮৫৯৭১,৯২৯৬০৩৩৪১৭
ই-মেইল:
hellonewyorkusa2023@gmail.com

৪৭ বছরেও খোঁজ মেলেনি বঙ্গবন্ধুর পলাতক তিন খুনির

প্রকাশক ও সম্পাদক
মোহাম্মদ জাহিদ আলম
হ্যালো নিউইয়র্ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১২ খুনির মধ্যে ছয়জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। আর জিম্বাবুয়েতে পলাতক থাকা অবস্থায় একজনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। বাকি পাঁচ খুনি এখনো পলাতক। এ পাঁচজনের মধ্যে দুজনের অবস্থান জানা গেলেও বাকি তিনজন কোথায় আছেন তা নিশ্চিত হতে পারেনি সরকার।

নির্মম-নৃশংস এ হত্যাকাণ্ডের ৪৭ বছর পার হয়ে গেলেও তারা রয়ে গেছেন অধরা। এ পাঁচজনকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। তবে তাতে তেমন কোনো অগ্রগতি নেই। কূটনৈতিক প্রক্রিয়া, গোয়েন্দা ও ইন্টারপোলের মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে দুজনের অবস্থান জানা গেছে। বাকি তিনজন কোথায় আছেন তা নিশ্চিত হতে পারেনি সরকার। ১৯৭৫ সালের বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার পেছনের ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করতে কয়েক বছর আগে সরকার একটি কমিশন গঠনের পরিকল্পনা করলেও, তা এখনো আলোর মুখ দেখতে পায়নি।

তবে,শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবদুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর করতে পেরেছে। আবদুল মাজেদ দীর্ঘদিন দেশের বাইরে পালিয়ে ছিলেন। ২০২০ সালের ১২ এপ্রিল তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার শেষ হয়েছে ১৩ বছর আগে। পলাতকদের মধ্যে দুজনের অবস্থান জানা গেলেও বাকি তিনজন কোথায় আছেন তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে, এ তিনজন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আসা-যাওয়া করছেন।

২০০৯ সালের ১৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বঙ্গবন্ধু হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে চূড়ান্ত রায় দেন। এরপর ২০১০ সালের ২৮ জানুয়ারি ফাঁসি কার্যকর হয় পাঁচ আসামির।

তারা হলেন- লে. কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান, লে. কর্নেল সুলতান শাহরিয়ার রশিদ খান, মেজর বজলুল হুদা, লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহমেদ (আর্টিলারি) ও লে. কর্নেল এ কে এম মহিউদ্দিন আহমেদ (ল্যান্সার)।

অন্যদিকে, পলাতক অবস্থায় জিম্বাবুয়েতে মারা যান আজিজ পাশা। সবশেষ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে আব্দুল মাজেদের ফাঁসি হয়। ২০১৯ সালের ৭ এপ্রিল রাতে রাজধানীর মিরপুর থেকে গ্রেফতার হন তিনি। এর পাঁচদিন পর ১২ এপ্রিল কার্যকর হয় তার ফাঁসি। তিনি দীর্ঘদিন ভারতে পালিয়ে ছিলেন।

বাকি পাঁচ খুনির মধ্যে রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। আর কানাডায় আছেন নূর চৌধুরী। তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেও সফল হচ্ছে না সরকার। এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশের নিজস্ব আইন।

এদিকে খন্দকার আব্দুর রশিদ, শরীফুল হক ডালিম ও মোসলেম উদ্দিনের কোনো সন্ধান নেই। তারা কোথায় আছেন তার সুনিশ্চিত তথ্য নেই সরকারের কাছে। যদিও তাদের গ্রেফতারে ইন্টারপোলের পরোয়ানা জারি রয়েছে।

তবে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, খন্দকার আবদুর রশিদ কখনো পাকিস্তান কখনো লিবিয়ায় অবস্থান করছেন। আর শরীফুল হক ডালিম রয়েছেন পাকিস্তানে। তবে এসব তথ্য যে পুরোপুরি নিশ্চিত তা বলা যাচ্ছে না।

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন বলেন, রাশেদ চৌধুরী ও নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে। একই কথা বলেছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এবং আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক।

সোমবার (১৪ আগস্ট) পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, পলাতক খুনিদের সন্ধানদাতাদের পুরস্কৃত করা হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাংবাদিক ফোরাম আয়োজিত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর খুনিদের মধ্যে সাতজন ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় পলাতক দুইজনকে ফেরত পাঠাতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো সহযোগিতা করছে না। বাকি খুনিরা কোথায় আছেন এ বিষয়ে সরকারের কাছে কোনো তথ্য নেই। তাদের বিষয়ে নাগরিকরা তথ্য দিতে পারলে পুরস্কৃত করা হবে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'বঙ্গবন্ধুর খুনিদের ফেরানোর বিষয়ে আমাদের কাছে প্রায়ই জানতে চাওয়া হয়। আমি যতটুকু জানি- ১৫ আগস্টের ঘাতকদের মধ্যে পাঁচজনকে ফাঁসির রায় কার্যকর করা হয়েছে। ২০২০ সালের দিকে আরেকজনের রায় কার্যকর করা হয়। বাকিদের মধ্যে পাঁচজনের হদিস মেলেনি।

খুনি রাশেদ চৌধুরী ও নূর চৌধুরীকে ফেরানোর জন্য অনেক চিঠিপত্র লেখা হয়েছে জানিয়ে ড. মোমেন বলেন, 'এমনকি খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিয়েও আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে আমরা চিঠি দিয়েছি। তারা সবসময় আমাদের বলেন, এ ইস্যুটা তাদের অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে আছে। অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস আমাদের দুবছর আগে অর্থাৎ ট্রাম্প প্রশাসনের সময় উনি (মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল) চাইলেন যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার যে কেসটা হয়েছিল, সেটার বিস্তারিত তথ্য চেয়েছিলেন। আমরা সব তথ্য তাদের দিয়েছি। এরপর যতবার আমি স্টেট ডিপার্টমেন্টে অ্যাপ্রোচ করেছি, তারা বলেন, এটা অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে আছে। আর নতুন কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।'

নূর চৌধুরীকে ফেরাতে কানাডার আদালতে মামলাও করা হয়েছিল জানিয়ে তিনি বলেন, 'কানাডায় থাকা নূর চৌধুরীর অবস্থানও কানাডা সরকার বলতে চায় না। এজন্য আমরা কানাডার আদালতে মামলাও করেছি। বিচারক রায় দিয়েছেন যে, তার (নূর) অবস্থান জানাতে কানাডার সরকারের কোনো আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবুও কানাডা সরকার তার তথ্য আমাদের দেয়নি।'

রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল আবু মোহাম্মদ (এএম) আমিন উদ্দিন জাগো নিউজকে বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো যারা আইনের কথা বলেন, মানবাধিকারের কথা বলেন তাদের দেশেই কিন্তু ১৫ আগস্টের খুনিরা আত্মগোপনে রয়েছেন। প্রত্যেক দেশের দায়িত্ব আদালতে যাদের বিরুদ্ধে দণ্ড রয়েছে তাদের ডিফেন করার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খুনিরা রায়ের প্রথম থেকেই পলাতক। আসামিদের ফেরত দিয়ে দেশে দণ্ডটি কার্যকর করবেন সেটা আমি আশা করি।

বঙ্গবন্ধুর পলাতক খুনিদের দেশে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করেছেন। কয়েকজনের ফাঁসির দণ্ড কার্যকর হয়েছে। কয়েকজন দেশের বাইরে পলাতক রয়েছেন। সরকার তাদেরও দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। আমাদের আওতায় এলেই তাদের রায় কার্যকর করা হবে। আমরা কাউকেই ছাড়বো না।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৪৮তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে শুক্রবার (১১ আগস্ট) তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা যুবলীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এ রায় কার্যকরের মধ্যদিয়ে হৃদয়ের ক্ষোভের আগুন কিছুটা হলেও নিভেছে। কিন্তু সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার মধ্যদিয়ে যে কালিমা লেপে দেওয়া হয়েছিল, গোটা বঙ্গোপসাগরের পানি দিয়ে আমাদের শরীর ধুয়ে দিলেও সেই কলঙ্কের দাগ যাবে না।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী সমন্বয় পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জ্যেষ্ঠ আইনজীবী অ্যাডভোকেট ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন বলেন, পলাতক ঘাতকদের ফিরিয়ে আনার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় চেষ্টা করছে। আর আইনমন্ত্রী তো বলছেন, একেক দেশের আইন একেক হওয়ায় আসামিদের ফিরিয়ে আনায় জটিলতা হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, কানাডা ও আমেরিকার আইন মেনে চেষ্টা করতে হবে আমাদের। এ সরকার আসার পর থেকেই ডিপ্লোমেটিক্যালি ঘাতকদের ফেরাতে চেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের মধ্যে মাজেদ ধরা পড়েছিলেন। আর বাকিদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতে ঘাতকদের বুলেটের আঘাতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর ভবনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হন। ঘাতকরা শুধু বঙ্গবন্ধুকেই হত্যা করেনি, তার সহধর্মিণী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তিন ছেলে বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, ১০ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল

➲ পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

আন্দোলনের চাইতে বিদেশি চাপে ভরসা বেশি?

ইমরান খানকে দেশটির প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে অপসারণ করতে চাপ দিয়েছিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক নিউজ আউটলেট দ্য ইন্টারসেপ্ট পাকিস্তানের ফাঁস হওয়া একটি সরকারি নথি সাইফার-এর বরাতে দিয়ে এই খবর প্রকাশ করেছে। ইমরান খান নিজেও বলেছিলেন তাকে সরাতে চায় আমেরিকা এবং এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছে।

গোপনীয় সেই নথিতে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তা দক্ষিণ ও মধ্য-এশিয়াবিষয়ক ব্যুরোর সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু এবং তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আসাদ মাজিদ খান মধ্যে বৈঠকের বিবরণ রয়েছে। এতে দেখা যায় ডোনাল্ড লু কীভাবে ইমরান খানকে উৎখাতে চাপ দিয়েছিলেন এবং বিনিময়ে ছিল ইসলামাবাদের সাথে উষ্ণ সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি এবং সেটা না করলে পাকিস্তানকে একঘরে করে রাখার হুমকিও।

এই খবরটি এমন সময়ে ফাঁস হলো যখন বাংলাদেশের অব্যন্তরীণ রাজনীতি ও অন্যান বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ অনেক দৃশ্যমান। ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস একাধিক বৈঠক করছেন বিরোধী ও সরকারি দলের সঙ্গে। যুক্তরাষ্ট্র থেকেও আসছেন একাধিক ব্যক্তি।

এখন আন্দোলনের মাঠে সক্রিয় বিএনপি এবং সমমনা চলগুলো। তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগুলো সব চেয়ে আছে বিএনপির দিকে। এরই মধ্যে সরকার পতনের যে এক দফা আন্দোলন শুরু করেছে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে যা গত ১২ জুলাই শুরু হয়েছিল। মাঠের আন্দোলনে থাকলেও বিদেশি, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের চাপকেই ভরসা মনে করছে বিএনপি। দল ওয়াশিংটনে মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের নিয়মিত ব্রিফিং-এ একজন দলীয় সাংবাদিক প্রেরণ করে প্রতিদিন বাংলাদেশ বিষয়ে সরকার বিরোধী প্রশ্ন করছে এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের মুখ থেকে সরকার বিরোধী সংবাদ সৃষ্টি করছে।

'বিশৃঙ্খলা' সৃষ্টি করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারী থাকলেও বিএনপির কর্মসূচির বিষয়ে সরকার আগের চেয়ে 'নমনীয়' নীতিতে হাঁটছে। বিএনপি মনে করছে এজন্য অবদান রেখেছে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা নীতি এবং ২০২১ সালের র‍্যাবের ওপর দেয়া স্যাংশন। বিএনপি বিশ্বাস করে প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চাইলেই এখন আর কঠোর হতে পারবে না ভিসা নীতির জন্য। কারণ প্রায় প্রত্যেক বড় কর্মকর্তার বাড়ি-ঘর, সম্পদ আর অর্থ আছে যুক্তরাষ্ট্রে। সন্তান এবং স্বজনরাও আছে।

পাকিস্তানের ফাঁস হওয়া নথিতে কিছুটা উল্লসিত হতে পারে বিএনপি। নাম উঠেছে ডোনাল্ড লু'র যিনি বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন কয়েক দফা। তাই বিএনপির পুরো পরিকল্পনাটাই হলো মাঠে কিছুটা আন্দোলনে থাকা আর বাইরে বিদেশিদের দিয়ে চাপ দিয়ে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনের বাস্তবতা অবশ্য এতটা পরিকল্পনামাফিক চলে না।

যেভাবে ঘোষণা এসেছিল বিএনপিসহ আরও প্রায় ৩৫ টি দল থেকে তাতে মনে হয়েছিল ১২ জুলাইতেই একটা এসপার উসপার হয়ে যাবে। সরকারের পতন ঘটবে। সেই সময় বিদেশিরাও সমানতালে তাদের দৌড় ঝাঁপ বজায় রেখেছিল। মাঠে আওয়ামী লীগ নিজেও তার শক্তি দেখিয়েছে, পুলিশও পরিস্থিতি ভালোভাবে সামাল দিয়েছে। সংঘর্ষ হয়েছে, নেতা-কর্মী গ্রেফতার হয়েছে, কিন্তু বড় কোনো কিছু হয়নি।

বারবার ঘোষণা দিয়ে সরকার হঠানোর 'চূড়ান্ত' আন্দোলন আসলে কোনটা সে নিয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেনি বিএনপির নীতিনির্ধারকেরা। ফলে এই নিয়ে তৃণমূল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে ধোঁয়াশা। এর মধ্যেই মাঠের আন্দোলনের প্রধান ভরসা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতিকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে নিষ্ক্রিয়তার কারণে।

আন্দোলন যত 'জনপ্রিয়' হয়, 'স্বতঃস্ফূর্ততা'র হার তত বাড়তে থাকে। বিএনপি ও বিরোধী রাজনীতিকরা এমনটাই মনে করছেন। নিজেদের সমর্থন ভিত্তি বাড়িয়ে আন্দোলনে দলীয় নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি চোখে পড়ার মতো স্বতঃস্ফূর্ততা আনাটাই বড় চ্যালেঞ্জ।

তবে বিএনপির সে রকম কৌশল দৃশ্যমান নয়। বরং মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে সরকার পতন আন্দোলনের চেয়েও সরকারের ওপর বিদেশি চাপ বাড়াতে চায় দলটি। এই নতুন রাজনীতির চলন ও ব্যাকরণ অনুধাবন করতে রীতিমতো হিম-শিম খেতে হচ্ছে। বিদেশি চাপে সরকার সরে যাবে এমন বিশ্বাস অরাজনৈতিক বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে।

জনপ্রিয়তাবাদের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ। সেই মানুষকে ব্যাপক হারে সংশ্লিষ্ট না করে বাইরের উপর নির্ভরতা প্রমাণ করে এই রাজনীতির কোনো নির্দিষ্ট বাঁধাধরা, মতাদর্শ ও কার্যক্রম নেই।

তবে সরকারের জন্য সময়টি চ্যালেঞ্জের। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নাগরিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও গণতন্ত্রবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া এবং দেশটির দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু ঢাকা সফর করেছেন। কয়েকদিন আগে ঘুরে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের বৈশ্বিক দুর্নীতি দমনবিষয়ক সমন্বয়ক রিচার্ড নেফিউ। আসন্ন দ্বাদশ নির্বাচনের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আগামী অক্টোবরে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রি-অ্যাসেসমেন্ট টিম আসবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার ডি হাস। দল আসছে যাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকেও।

বিদেশিদের এমন চাপে উল্লসিত বিএনপি। একজন বিএনপি জোটের নেতা টেলিভিশন টকশো-তে বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলো পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট। সেই উচ্চাশা থেকেই সামগ্রিক নির্ভরতা তাদের উপর। তবে বাস্তবতা হলো রাজপথে তৎপরতা না থাকলে বা নিজস্ব শক্তি এবং মনোবল না থাকলে কেউ সাহায্যের হাত বাড়ায় না। সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারবে বিএনপি? কারণ সরকার এবং সরকারি দলও চুপচাপ বসে থাকবে না। তাদেরও সামর্থ্য আছে মাঠে লোক সমাগমের। সরকারি দলের কথা একটাই যে সংবিধানের মধ্যে থেকে শেখ হাসিনার অধীনেই ভাল নির্বাচন করা। সেটা কতখানি বিএনপি মানবে, বিদেশিরা কীভাবে চাবে সেটা হয়তো পরিষ্কার হবে আক্টোবরে মার্কিন প্রতিনিধিদলের সফরের পরই।

লেখক: প্রধান সম্পাদক, গ্লোবাল টেলিভিশন।